কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

কুমিল্লা-৩৫০৬

ফোন: ০২৩৩৪৪১১১৪৫, মোবাইল: ০১৭৯০-৯৭৭৪৯৭, ই-মেইল: registrar@cou.ac.bd, website: www.cou.ac.bd

স্মারক কু:বি:/তথ্য ও জন./প্রে.বি/২০০৯/৩১৭ তাং- ২৯ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রি:

'উপাচার্যের মর্জিমাফিক শিক্ষক নিয়োগ' শীর্ষক সংবাদের প্রতিবাদ ও কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বক্তব্য

গত ২৬ জানুয়ারি, ২০২৩ ইং দৈনিক সমকাল-এ প্রকাশিত 'উপাচার্যের মর্জিমাফিক শিক্ষক নিয়োগ' শীর্ষক সংবাদটি কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের নজরে এসেছে। সংবাদটি সম্পূর্ণ মিথ্যা, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও ষড়যন্ত্রমূলক।

সংবাদের শুরুতেই দাবি করা হয়েছে, 'পদে পদে নিয়ম লঙ্ঘন করে পছন্দের প্রার্থীদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিচ্ছেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় (কুবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন। আইন ভঙ্গের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কমিটি থেকে অভিযোগ এলেও তোয়াক্কা করছেন না তিনি।' এই দাবি সম্পূর্ণ অসত্য ও চরম মিথ্যাচার। কারণ, উপাচার্য কোন নিয়ম লঙ্ঘন করে কোন পছন্দের প্রার্থীকে নিয়োগ দিচ্ছেন, কোন কমিটি থেকে কী অভিযোগ এসেছে-তার কোনো তথ্যপ্রমাণই সংবাদে নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন, বিধিবিধান ও নিয়মনীতি অনুসরণ করেই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। উপাচার্যের একার পক্ষে নিয়োগ দেওয়া কিংবা 'মর্জিমাফিক' পরিচালনার কোনো সুযোগ নেই। আইনের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সমন্বয়ে গঠিত বোর্ডই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। সংবাদে 'মর্জিমাফিক' দাবি করা হলেও, কীভাবে 'মর্জিমাফিক' শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে তার কোনো সুস্পষ্ট তথ্যপ্রমাণ নেই।

সংবাদটিতে আরো দাবি করা হয়েছে, 'এসব নিয়োগে স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির আশঙ্কা করছেন শিক্ষকেরা।' প্রতিবেদনে কী ধরনের 'স্বজনপ্রীতি' কিংবা 'দুর্নীতি', আর কোন শিক্ষকেরাই বা আশঙ্কা করছেন তার কোনো সুস্পষ্ট তথ্য নেই। আবেদনকারী কোনো ব্যক্তিই কাছের কিংবা দূরের কোনো দিক থেকেই উপাচার্যের আত্মীয় কিংবা পরিচিত নন। সম্পূর্ণ মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে এবং হবে। এই কারণেই সংবাদে প্রকাশিত 'স্বজনপ্রীতি' বা 'দুর্নীতি'র দাবি ভিত্তিহীন ও কাল্পনিক বলে প্রতীয়মান হয়। যদি উপাচার্যের 'মর্জিমাফিক' হতো, তাহলে বোর্ডের বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের কেউ অনাপত্তি (নোট অব ডিসেন্ট) জানাতেন এবং এমন অনাপত্তিও আইনসিদ্ধ। কিন্তু কেউই কোনো নিয়োগে অনাপত্তি জানাননি।

সংবাদে দাবি করা হয়েছে, 'গত নভেম্বরে সাতটি বিভাগে প্রভাষক ও সহকারী অধ্যাপক পদে ১১ জনকে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর অভিযোগ ওঠে, 'নির্দিষ্ট প্রার্থী'কে নিয়োগ দিতে নীতিমালা বহির্ভূত অনুবিধি যুক্ত করে বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে এমফিল বা পিএইচডি ডিগ্রিধারী অথবা শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকলে ফলাফলের যোগ্যতার শিথিলতার কথা বলা হয়।' সংবাদে 'অনুবিধি যুক্ত করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের' দাবিটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। বিজ্ঞপ্তিতে কোনো কিছুই যুক্ত করা হয়নি। বরং আবেদনের সকল যোগ্যতার কথা উল্লেখ করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। তাছাড়া, দেশের যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার গুণগত মানের স্বার্থে কোনো আবেদনকারীর উচ্চতর ডিগ্রি থাকলে তাদের বিশেষভাবে মূল্যায়ন করা হয়, যা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার একটি স্বাভাবিক ঘটনা। দেশ ও বিদেশে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা ও গবেষণার মানবৃদ্ধির জন্য নিয়োগ প্রক্রিয়ায় উচ্চতর ডিগ্রিধারীদের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ও শিক্ষক নিয়োগে একইভাবে অধিকতর যোগ্যতাকে প্রাধান্য দিচ্ছে।

সংবাদে আরেকটি অবিবেচনাপ্রসূত দাবি করে বলা হয়েছে, 'কয়েকজন শিক্ষক বিজ্ঞপ্তিটি বাতিল করতে উপাচার্য বরাবর চিঠি দেন। উপাচার্য চিঠি গ্রহণ না করলে শিক্ষকেরা আদালতে রিট করেন। আদালত বিষয়টি সাত দিনের মধ্যে নিষ্পত্তির আদেশ দেন। কিন্তু উপাচার্য দায়সারাভাবে ব্যাখ্যা দিয়েই চিঠি পাঠিয়ে নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকেন।' এ প্রসঙ্গে সঠিক বক্তব্য হলো, চিঠি দিয়ে কোনো বিজ্ঞপ্তি বাতিল করার এখতিয়ার শিক্ষকদের নেই। কয়েকজন শিক্ষকের যে রিট আবেদনের কথা বলা হয়েছে, আদালতের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্বক কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তা আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী নিষ্পত্তিও করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিবেদক 'দায়সারাভাবে ব্যাখ্যা' উল্লেখ করে যে মন্তব্য করেছেন, তার সমর্থনে কোনো সূত্রই উল্লেখ করেননি।

সংবাদে দাবি হয়েছে, 'উপাচার্যের ঐ বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে একমত হতে পারেননি বিভিন্ন বিভাগের পরিকল্পনা কমিটির সদস্যরাও। ইংরেজি বিভাগের পরিকল্পনা কমিটির সদস্যরা একমত হননি। তাঁরা প্রার্থীদের আবেদনপত্র রেজিস্ট্রার দপ্তরে পাঠান। রেজিস্ট্রার দপ্তর বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ভঙ্গ করে 'বৈধ' প্রার্থীদের তালিকা তৈরি করে।' এই বক্তব্যও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কারণ, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, তালিকা তৈরি, প্ল্যানিং কমিটি প্রভৃতি সম্পর্কে এখানে ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। সংবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন আইন ভঙ্গ করা হয়েছে, তার কোনো উল্লেখ নেই। এখানে আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বিজ্ঞপ্তি উপাচার্য প্রকাশ করেন না। বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক চাহিদার ভিত্তিতে যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে রেজিস্ট্রার দপ্তর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। বিজ্ঞপ্তির পর আবেদনসমূহ বিভাগের প্ল্যানিং কমিটিতে পাঠানো হয়। কমিটি আবেদন বিজ্ঞপ্তির শর্ত মোতাবেক যাচাইবাছাই করে সুপারিশসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বরাবর প্রেরণ করে। প্ল্যানিং কমিটির যাচাইবাছাই-প্রক্রিয়া বিজ্ঞপ্তির শর্ত অনুযায়ী হয়েছে কি না তা রেজিস্ট্রার দপ্তর চূড়ান্তভাবে যাচাইবাছাই করে। এ পর্যায়ে প্ল্যানিং কমিটির সুপারিশে কোনো ত্রুটি থাকলে তা সংযোজন কিংবা বিয়োজন করা হয়। প্ল্যানিং কমিটি যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কারো আবেদন অবৈধভাবে বাদ দিলে প্রশাসন বিজ্ঞপ্তির শর্ত অনুযায়ী যোগ্য আবেদনকারীকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। তাই শর্ত নিশ্চিত করা সত্ত্বেও দুইজন প্রার্থীকে বিভাগীয় প্ল্যানিং কমিটি কর্তৃক বাদ দেওয়া হলে, রেজিস্ট্রার দপ্তর তাদের অন্তর্ভুক্ত করে। এর মাধ্যমে আইনের শাসন নিশ্চিত করাসহ কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন অন্যায়ভাবে বাদ দেওয়া আবেদনকারীর অধিকার সংরক্ষণ করেছে।

পরিশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ায় কয়েক যুগ শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রফেসর ড. এ এফ এম আবদুল মঈন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণের পর থেকেই দুর্নীতিমুক্ত ও শৃঙ্খলাপূর্ণ ক্যাম্পাস, উন্নতমানের শিক্ষা ও গবেষণাধর্মী পরিবেশ সৃষ্টি, বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিং বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি একটি আধুনিক ও মানসম্মত বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এবং তা বাস্তবায়নে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এর ফলে গত এক বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ইতিবাচক পরিবর্তনও দৃশ্যমান হয়েছে, যা দেশব্যাপী প্রশংসাও কুড়িয়েছে। যেমন, গবেষণা ও পড়াশোনার মানের ওপর গুরুত্বারোপ করার কারণে ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিং ৩১৬ ধাপ এগিয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে (এপিএ) কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯ ধাপ এগিয়েছে। বৈশ্বিক শিক্ষাঙ্গনের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক তালিকায় কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের সংখ্যাও গত বছরের তুলনায় ১০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে (৫ জন গবেষক থেকে ৫৯ জন)। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে প্রথম ২৯৮ জন শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয়ের তহবিল থেকে মেধাবৃত্তি দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে শিক্ষকদের গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য সম্প্রতি ১৭ জন গবেষককে 'ভাইস চ্যান্সেলর অ্যাওয়ার্ড' দেওয়া হয়েছে, যা কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে তো বটেই, দেশের বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনেও প্রথম। মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি ও গবেষণামুখী শিক্ষকদের অ্যাওয়ার্ড প্রদান অব্যাহত থাকবে। এছাড়াও পূর্বের সেশন জটসহ অ্যাকাডেমিক বিবিধ সমস্যা নিরসনে উপাচার্য তথা প্রশাসনের নির্দেশনা ও পরিকল্পনায় চলতি বছর নতুন ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য সব বিভাগ একই অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার ব্যবহার করছে। এ উদ্যোগও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কো-কারিকুলাম কার্যক্রমে অংশগ্রহণ বৃদ্ধির নানান উদ্যোগ ও পরিকল্পনায় বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে শৃঙ্খলা ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশসহ সামগ্রিকভাবে একটি শিক্ষার্থী-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এমন পরিবেশের কারণে শিক্ষার্থীদের মাঝেও উপাচার্য ও প্রশাসন সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু অন্যদিকে অসাধু, কুচক্রী, দুর্নীতিবাজ ও সুবিধাবাদী ব্যক্তিদের পূর্বেকার অন্যায় ও অন্যায্যভাবে পাওয়া সুবিধাপ্রাপ্তির পথ বন্ধ হয়ে গেছে। তাই, বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য শুরু থেকেই এই প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থান্বেষী ও হাইব্রিড ঘরানার গুটিকতেক ব্যক্তি উপাচার্যের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, মিথ্যাচার ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। প্রকাশিত সংবাদটি উক্ত ষড়যন্ত্রের অংশ বলে আমাদের বিশ্বাস। কোনো অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্র উন্নত শিক্ষা ও গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান তৈরির জন্য বর্তমান উপাচার্যের যে ভিশন তা থেকে প্রশাসনকে বিচ্যুত করতে পারবে না। এই ধরনের সংবাদ কেবল অপপ্রচারকারী ও চক্রান্তকারীদের উৎসাহ জোগাবে।

এ প্রতিবাদলিপি প্রকাশ করা এবং কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি উন্নত, আধুনিক ও গবেষণাধর্মী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যে ভিশন নিয়ে বর্তমান প্রশাসন প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, তার সমর্থনে দৈনিক সমকালকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করার জন্য অনুরোধ করছি।

(মোহাম্মদ এমদাদুল হক)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা

অনুলিপি:

১. পিএস টু ভিসি (উপাচার্য মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), কুবি।
২. পিএস টু প্রো-ভিসি (উপ-উপাচার্য মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), কুবি।
৩. পিএ টু ট্রেজারার (ট্রেজারার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), কুবি।
৪. সংশ্লিষ্ট নথি